স্মরণে—

১) ১০০৮ শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রম, পরম গুরু মহারাজ।

(গঙ্গোত্রী)

২) শ্রীশ্রীশিবানন্দ সরস্বতী, গুরু মহারাজ।

"অদ্বৈত আশ্রম"—রাজগীর।

উৎসাহনায়—

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মীরাবাঈ জীবনী প্রণেতা

বারানসী।

প্রকাশনায়—

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধা প্রকাশনী—

২৩, পুরোহিতপাড়া লেন, পোঃ-উত্তরপাড়া।

প্রচ্ছদ সজ্জায়—

শ্রীরথীন্দ্র নাথ সিংহ।

বিশাখাপত্তনম্।

মুদ্রণায়—

যমুনা প্রিন্টার্স

২৯, নিউ জি, টি, রোড,

উত্তরপাড়া, হুগলী।

প্রথম প্রকাশ—

পৌষ সংক্রান্তি—১৩৩[illegible]

উৎসর্গ

আমার কবিতাগুলি প্রাণভরে শুনতে শুনতে
বুঝতে না বুঝতেই
মুখখানি যার
প্রভাতের স্থলপদ্ম হোত—
সেই যে মরমী
নির্জনে সাথী মোর, রাত্রের ঘরণী,
কবিতা ও কবিকে
একই বুকে রাখতো—
আমার যা কিছু আছে
ছন্দে ভাষায়,
প্রসন্ন আশায়
তাকেই দিলাম।

ভূমিকা

ভূমিকা লিখব না।
আত্মার আত্মীয় যদি হও
সরাসরি চলে এস ঘরের দরজায়—
দেউড়িতে প্রহরী বা শবরী হব না।

জোনাকিরা নিতান্তই ফিরে যায় যদি
আবার আসতে বলব মসৃণ অন্ধকারে
হারানো প্রিয়ার হাসির মৃদু বন্যা হয়ে।
যত শ্বাস প্রশ্বাস তোমার আমার
ভাসবে জ্যোৎস্নায় তখন
সারারাত কথা কয়ে কয়ে।

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তবক	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১	১০	সুখী-সুখা	সুখী-সুখী
	২	৩	তা	না
৭	১	১	ক্ষুদ্রনই	ক্ষুদ্র নই
	২	২	কৃমি-কাট	কৃমি-কীট
৮	১	১	নির্জণ	নির্জন
	২	২	তো	তা
	৩	৩	সোপাণ	সোপান
১০	১	২	ভাললাগে	ভাল লাগে
		৬	গাণ	গান
		৭	জুঁই গুলি	জুঁইগুলি
	৩	১	প্রার্থণা	প্রার্থনা
১২	৪	৫	তর্জণী	তর্জ্জনী
২৫	৫	৪	কানেতবু	কাণে তবু
৩১	১	২	বললে	বলতে
৫২	২	৬	কৃষ্ণ বেণী	কৃষ্ণবেণী
৬৬	১	১	কনেক	অনেক
৭৪	৩	১	কানে	কাণে
৭৬	১	৮	ষ্টেশণে	ষ্টেশনে
	২	৩	আকশেকে	আকাশকে
		৬	চিল্কা	চিল্কা
৭৮	২	৫	বোঁধের	ঠোঁটের
৭৯	১	২	বাংলা দেশ	বাংলাদেশ

গুরুসেবা

অন্ধকারে জেগে থাকি, তাও ভাল।
তথাপি চাইনে আর
গভীর রাত্রির শাখা ও প্রশাখা—ঘেরা
ভ্রাম্যমাণ অসংখ্য জোনাকির আলো।
যতেক প্রতীয়মান শোভাশীল ক্ষিপ্র ব্যবহার
বিক্ষুব্ধ করে মোর সমুদ্রসৈকতবাসী প্রবাসী আঁধার।

অতএব আর খুঁজব না,
প্রাণভরে নেব ঘ্রাণ
কিছুতেই চোখ বুজব না।
নরম বুকের পরে হাতখানি রেখে
সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ নিয়েছি যে দেখে।
তাই তো সর্বাংগ তার ছুঁয়ে মনে মনে
সংশয়ের দোতুল্যমান প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
বিপদ-সংকেত চেন বার বার আর টানব না।

স্বভাবতঃ ধুতরা নির্গুণ।
তার কাছে
ভোমরারা আসে কি না আসে
তা দেখবার অবসর
অত্যন্ত অপরিসর।
অতল অন্তর মাঝে বহমান সূক্ষ্ম সুঘ্রাণে
আমি আজ মুগ্ধ মূক অন্ধ—
এইভাবে নিত্য সেবা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ দ্বন্দ্ব।

কবিতা আবেশে বীত প্রত্যহের রাত
তার পরেই শিশির-সিক্ত স্থলপদ্মসম সুপ্রভাত !
তবে দুঃখ কিবা ?
অচিন্তিত অলিখিত—ছন্দে-বাঁধা সুমধুর মহিমা কীর্তন
এজীবনে হয়তো বা
একমাত্র প্রাপ্ত আকিঞ্চন ।

সীমন্তে সিন্ধু

বিশ্বের বিস্ময় নিয়ে
রাত্রি প্রভাত হয় শিশুদের চোখে।
মুগ্ধ চোখে চোখ রেখে যে কথা বলেছি অনুচ্চারে
সে কি অপবাদ ?
আমি যে পেয়েছিলাম শুক্লপক্ষীয় সুধার আস্বাদ
সর্ব্বাশ্রয়ী শিশির বিন্দুতে।
তাইতো এখনো শুনি
নিত্য সেই প্রতিধ্বনি বিপুল সিন্ধুতে।

স্মৃতি কি মুছে যায় ?
মিছে কথা।
নিত্য নব অমিয় ব্যথায়
পরে নব সাজ।
সারসের মত পা ফেলে
আজকের কত কিছু কাল অবহেলে
সৈকতে ভ্রাম্যমাণ সকাল সন্ধ্যায়।

বহুদিন পরে হোলে দেখা
হয়তো তাকে না চিনতেও পারি,
অস্বীকার করতে পারি সে-দিনের প্রেম।
বুদ্ধি দিয়ে ভুলে গিয়েও তথাপি জানলেম :
তোমার সীথির মাঝেই
স্নিগ্ধ ঝাউবীথি, প্রশস্ত বালুবেলা,
এবং তারই কোলে আকুল সিন্ধু আপার—
অলক্ষ্যে সে-সেতুপথে করি পারাপার।

বিব্রত

মঠ মন্দির দেখেছি অনেক
পেয়েছি গুহার গন্ধ
সবই দেখি বন্ধ্যার জরায়ুর মত !
তাই তো বিব্রত।

আরো বিব্রত
কেননা প্রেমপত্র লিখতে হয় ছদ্মনামে
গর-ঠিকানায়
এবং ক্ষতের রক্ত শুকিয়ে মামড়ি ঝরে গিয়ে
আবার উদগ্র মাংসল।
সমুদ্রে ভাসানো ছাইগুলো তীরে উঠে এসে
দিনরাত মুখপানে চেয়ে থাকে ঠায়।

দরোজার কড়া নেড়ে
জোর করে ঘরে ঢোকে খোঁপায় জড়ানো
অত্যন্ত বাসিযুঁইমালা—
তবু তাকে কিছুতেই অনধিকার বলতে পারি না।
এই এক জ্বালা !
গেরুয়া বেশেও তাই দৌহিত্রের কাছে গিয়ে শুই।

সমুদ্র বলতো কথা, আর তো বলে না
শুধু কাঁদে। অথচ নবোঢ়ার হাসি
অস্তমান সূর্যের মুখে।
বুকে হাত দিলেই দেখি
খস্‌খসে শাড়ীর আওয়াজ।

পৃথিবী প্রণাম

স্বপ্ন ? তা হোক ।
থাকুক না হেথায় যত জরা ব্যাধি দুঃখ শোক
মাথা পেতে নিতে হবে
এই সব অনন্ত বৈভবে ।

দিনের নুপূর খুলে সন্ধ্যার কমল স্বপ্নে
ঘরে ফিরে আসা,
সুনীল কনক চূড়ায় সূর্যের ধীরে আরোহণ,
গোধূলির গো-দোহন,
রাত্রির আলিঙ্গনে অন্ধকার পাখিদের
সুখী-সুখা বাসা,
এই যে সব প্রশান্ত অমিত ভালবাসা—
সংশয় পিছনে যার, বিস্ময় আগে,
বড় ভাল লাগে, ওগো বড় ভালো লাগে
আলো ছায়া কেমনে যে এমন সুন্দর মসৃন ভাবে
মিলে মিশে থাকে !

সারাটি পৃথিবী এক সর্বতীর্থ সমন্বয় ভূমি ।
কিবা নেই হেথা ?
কি খুজে পাবে তা তুমি ?
সাগর ভূধর আকাশ প্রণত আভূমি ।
একটি ধূলিকনার স্নেহাঞ্চল ধরে
নেমে যাও সৃষ্টির নিঃসীম অতলে
পেয়ে যাবে সর্বময় প্রেম ও প্রেমিকে
বিশ্ব চরাচরে ।

হে আমার পঞ্চভূতে গড়া
বিরাটের নিবেদিত অফুরান প্রণয় পশরা
নাম রূপ ক্ষরা ও অক্ষরা,
সাষ্টাঙ্গে জানাই তোমার সর্বাংগে প্রণাম
শ্রীপদের দশাংগুলি চুমি।

কোজাগরী

আমি ক্ষুদ্র নই। আমি অনন্ত
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত।
আমিই ছিলাম, আছি ও থাকব
দেখছি, দেখব, খুলব, ঢাকব।

পাখির কণ্ঠে আমি সপ্তস্বর।
কৃমি-কীট হতে নীল নীলতম
সুদূর অদূর অবর্ণ অম্বর—
হেন কিছু নেই, যা নই আমি,
আমি নিরন্তর অন্তর্যামী।

চোখ নেই তবু অজস্র চোখ খুলি
বুকে বুকে বসে' প্রেম, প্রীতি অপ্রীতি—
অনুভূতিগুলি
ভুলি ও ভুলাই।
করি না কিছুই—
সৃষ্টি ও স্রষ্টা তবু দুহাতে বিলাই।

তুমিও আসলে আমি।
আমাকেও দেখি আমিময়!
অনাসৃষ্টি, অনন্ত উদয়!
নেই যেথা দিন শর্বরী
সেথায় কে জাগে কোজাগরী?
আমি যে অজেয় জিত, নির্ভয়ে ভীত,
কালী, কালজয়ী,
অলিখিত কবিতার কবি—অদ্রোহ বিদ্রোহী।

চিবুকের তিল

অনন্ত বিক্ষোভ এনেছে চিবুকের নির্জন তিল—
আজও তো ভুলতে পারিনি।
তাই তো তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে বসে
চেয়ে থাকি দিগন্তের নীল রেখা পানে
ঢেউ গুলো মাপি সব স্যাকরার নিক্তি দিয়ে,
আর তুমি স্বপ্নে হাসো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

সাহস হয় না তোমায় জাগিয়ে তুলতে
কেননা এখনো যে জেগে আছে চিবুকের তিল
মৃত্যুর পরে জাগা যীশুর সামিল।
তুমি জাগলেই সুরু হবে প্রাচীন বিক্ষোভ
তার চেয়ে খামোকা জ্বলুক স্টোভ,—
সমুদ্রের শব্দ শুনুক মন্থর শামুক
যত দিন পারে।

যদিও আজও ভ্রাম্যমাণ,
গির্নার পার্বত্য পথে
একে একে উত্তীর্ণ হতেছি সোপাণ,
তবু তোমারই দুর্জয় অভিমান
বয়ে চলে শিরায় শিরায়—
যখন যেটুকু ঘুমাই রাত্রির আরণ্য ঘুম
ততটুকু সেও ঘুমায়।

তাই যত দিন যায়
বার বার মরেও বাঁচি সুস্বাস্থি খাঁচায়
যদিও অদীর্ঘ চরম রায় কাঁচের টেবিলে হাজির
মামলার আগে—
জগতের আদিম শিশু কেঁদে ওঠে যদি
তখন কি কিছু ভাল লাগে ?

শিশু

সায়াহ্নের খেয়াঘাটে বসে
একমাত্র ভাললাগে শিশুদের মুখের লালিমা
মনে হয় — সুরু নয় সীমা।
কুঁড়িদের কচিবুকে হাসি ও কান্নার কী সুশোভন সমন্বয়!
চলাফেরা ছুটাছুটি, খাওয়া শোয়া বসা,
দিনমানে পাখিদের কোলাহল গাণ,
রাত্রির কবরী হ'তে একটি একটি করে জুঁই গুলি খসা—
আর না আর না।

শিশুদের কেন ভাল লাগে?
কোন কিছু ভাববার বা চাইবার আগে
পেয়ে যাই সব যেন হাতে।
মুখপানে যতই তাকাই
বুঝি না যে কোথা দিয়ে কোথা যাই—
এম্নি মুগ্ধ।
সাগরে আকাশে প্রেম কতই দেখেছি তো,
এ শিশির তার চেয়েও শুদ্ধ।

তাই প্রার্থণা —
পূর্বাপর জীবনের রাশি রাশি প্রেম উদ্দীপনা
চিরতরে নিভে যাক সে-সব উদয়-অস্তশীল চন্দ্র সবিতা,
এখানেই শেষ হোক শেষের কবিতা।

সে পড়ুক আমার কবিতা

আমার কবিতাগুলি ছাপালেও
ছাপ পড়বে অত্যন্ত বিরল বুকে
কেননা, বালুবেলা পূর্ণ যত ভাঙা-ভাঙা ঝিনুকে শামুকে ;
বিবর্ণ কাঁকড়ারা শুধু করে সেথা খেলা—
অসংখ্য গর্তের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ঢোকেও বেরয়,
এক দণ্ড নিশ্চিন্ত নয়।

সমুদ্রের তীরে বসে নীরবে কেঁদেছ কখনো ?
কখনো দেখেছ ভেবে কাঁকড়ারা বেরিয়ে এসে
আবার গর্তে কেন ঢোকে ?
তবে কি তাদেরই অনুচ্চার স্বর
হৃদয়ে হৃদয়ে তোলে সামুদ্রিক ঝড়
পায়ের চিহ্নহীন গায়ের গন্ধহীন সুবিশাল তটে
কেন তবে গড়ে ওঠে কুটির, প্রাসাদ
ভয়ে ও নির্ভয়ে।

কবিতা তত্ত্ব নয়, জানি।
তথাপি তত্ত্ব ও লীলা
একান্ত মিথুন রসের নিত্য মোকাবিলা—
বুঝেও বোঝেনি যে তা'
সে পড়ুক আমার কবিতা।

বেড-সুইচ একান্তই চাই
আঁধারে কবিতা পেয়ে আলোয় হারাই।
তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকি কেন অনিমেষ—
মানুষে বোঝে না তা'
দেবতারা জানে।

কালীপূজার রাত্রি

যথেষ্ট কারণে অকস্মাৎ চপেটাঘাত পড়লে দু গালে
তখন তো যাবে না বলা উটের মিছিল ইতিহাসকে—
বাংলার মসনদে আলিবর্দীর পোষ্য পুত্রকে কেন বা বসালে।

চাই বা না চাই
প্রত্যেক ঘটনাকে মেনেও নিয়েছি তাই,
পঞ্চপাণ্ডবকে পাঠিয়ে দিয়েছি বনবাসে।
ঘুম ভেঙে ঘুম আর আসেনি মাঝ রাতে,
কালীপূজার বাদ্য তাই ঘরে শুয়ে শুনতে হয়েছে।

তবু কি আশ্চর্য ছাখো
অদৃশ্য ঘুমন্ত নারী জাগন্ত বৈভবে
কখন এসেছে কাছে পাশ ফিরে ফিরে।
তার গায়ের গন্ধ তখন সুন্দর মহীশুরের চন্দন ধূপ,
এবং আমিও এক পুরানো বাতের সহনীয় বেদনায়
হাসি মুখে কেমন নিশ্চুপ !

ঘুম এলে ঘুমুতে পারি
নইলে করব কি আর।
অলিখিত ইতিহাসের স্বরলিপি অনুসারে
বাজাতেই হবে তো সেতার !
দরোজার আড়ালে অবশ্য সর্বদা উদ্যত মৌন তর্জনী,
মশারির মধ্যেও যেন ভয়াতুর পাখি পোষা থাকে।

বৌ কথা কও

'বৌ কথা কও'
মনে মনে সাড়া দিই, মুখ ফোটে কই !
কে সাধে ? তুমি, না আমি ?
যেই সাধুক—
ভাল লাগে খুব
স্মিত সন্ধ্যার শেষে রাত্রি নিশ্চুপ !

প্রবঞ্চক পাখি,
কতবার কয়েছে সে কথা
আমি তার সাথী ।
তবে ?
এক কথা বারবার শুনতেই হবে ?

'বৌ কথা কও' ।
নির্জন রাতের কাণে মৌন এই ডাকাডাকি
ফুরাবে নাকি ?
কবে তবে কথা শেষ হবে—
যন্ত্রণার রাত
হবে সুপ্রভাত ?

'বৌ কথা কও' ।
মনে মনে যত কথা মুখে ফোটে কই !
অদৃশ্য মুখখানি মেলে ধর চোখের সুমুখে—
করে যাই ব্ল্যাংক চেক'এ সই !

‘বৌ কথা কও’
এ সাধনায় আয়ু হবে শেষ
তখনো থাকবে ভেদ—স্বদেশ বিদেশ।
তারপর চিত্রলেখা,
কোথা তোমার পাব দেখা?
যতই ডাকুক না সমুদ্র পাহাড়—
নীড় হেথা বেঁধ না গো আর।

জীবন-যন্ত্রণা

কার্লমার্ক্স হতে সুকান্ত কবি—
কী আর দেখেছে জীবন-যন্ত্রণার ছবি?
ও যন্ত্রণা যন্ত্রণাই নয়।
প্রাথমিক বোধ হতে রচিত যে স্থূল মতবাদ
ভূরিভোজের দেবে না আস্বাদ।

দেখেছে কি একটি বুদ্বুদের তৃষ্ণা
অনন্ত সাগরের অন্তরেরও অন্তর্বুকে—
যেথায় তারই বক্ষলীনা অভীষ্টা প্রিয়া
ঘুমায় স্বচ্ছন্দে সুগভীর সুখে?
ভেসেছে কি টাইফুন-প্রণোদিত অতরল আকস্মিক
পার্বত্য বন্যায়—
যেথায় পাবে না ছুঁতে তীর হতে প্রসারিত একটিও হাত?
জগন্নাথ দেখেছে তারা বহির্দৃষ্টিতে।

উচ্ছিষ্ট ছড়ালেই জুটবে হাজারো কাক।
ঝাণ্ডা, শ্লোগান, মিছিল, হারিকেন টুর,
দেশে দেশে দূত বিনিময়—
এ সব এমন কিছু বেশী কথা নয়।
জীবন-যন্ত্রণাবোধ আরো বহুদূর।

সে যন্ত্রণা হোলে
তীক্ষ্ণতম তরবারি খাপ হতে খুলে
কাটতে হয় অত্যাশ্চর্য অশ্বত্থের ক্রান্তদর্শী মূল—
যে মূল বিলায় মৃতসঞ্জীবনী রস
পৃথিবীর অস্থি মাংসে রক্তে মজ্জায়
সতত নির্ভুল।

বিশাখাপত্তন

তৃণহীন বিশাখাপত্তন।
তা হোক।
তবু তার স্বপ্নালু হরিণীর চোখ
কোলে যার স্নিগ্ধ শ্যাম কাজলের রূপরেখা টান—
কী যে মহীয়ান!
ক্ষণে ক্ষণে দিবাস্বপ্নে পাগল সে করে,
স্মৃতিমাত্রে নিয়ে যায় বলাকার ডানায় চড়িয়ে
কোন্ দূর সুনিবিড় নিরাপদ সুপ্তির বন্দরে।

কিন্তু কেন?
তুমি ছিলে বলে?
তাই বুঝি অনন্ত যৌবন বাউল
কেঁদে কেঁদে ফেরে তার কিনারে কিনারে
হাতে একতারা।
সমুদ্রের ধারা-গান চুপ করে কাণ পেতে শোনে।
অসীম গভীর রাত্রির জাগর যাত্রীরা,
প্রতিবিম্বান্বেষী গিরি 'ডলফিন-নোজ্।'

সেই মসৃণ প্রশস্ত বীচ রোড
এবারের টাইফুনে হয়েছে সমুদ্রে মগ্ন—
তুমি তা জান না, জানবে না!
এ ব্যথা আমার কাছে
সর্বদা ছায়ানটে বাজে,
অথচ পুরানো কোনো বেহালার তারে
আজ আর ছড় টানবে না!

তোমার আগে ও পিছনে
অনাবিল জ্যোৎস্নায় বা অবিরাম ধারা-বর্ষণে
এসে এসে ফিরে গেছে কত যে চেংগিস—
আলেকজান্দার, ভাস্কো-দা-গামা,
তুমি তো জান না।

তবু ছ্যাখো, বিশাখা এম্নি পাষাণী,
আত্মসাৎ আজও করেনি !
কখনো অন্তরের অন্তরায় রাখে,
কখনো বা ঠেলে ছ্যায় নিরুদ্দেশ দিগন্ত প্যানে—
আকর্ষণ, না বিকর্ষণ ?
তাই কেবা জানে !

মতান্তর

কোন মানে হয় ? না হোক—
তবু মনে পড়ে সেই মতান্তর :
আমি যাব না কিছুতে, তুমিও ছাড়বে না ।

অবশেষে আমাকেই যেতে হোল সাথে,
পরিণামে যার
আকস্মিক দুর্ঘটনায় ফুলন্ত বৃন্ত ভূমিসাৎ—
ফিরে এলাম রিক্ত দুই হাতে ।

কিছু কি হারিয়ে গেল ?
হারাইনি তো ।
তা হ'লে জয় পরাজয় সব মিটে যেত,
শীতের প্রচণ্ড তাপে কোকিল ডাকত না ।

সেবা

ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক !
আমার অবশ অনিদ্রায়
সারারাত্রি একটা ভোঁতা নরম ঈর্ষাকে বুকে দলার মত
ভাল লাগছে ওর গাঢ় ঘুম ।
আমাকে দেখতে না পাওয়ার জন্য ভাল লাগছে আরো ।
সারাদিন কত কথার হল্লোড়ে ওকে পীড়ন করি—
কিন্তু বুঝতে পারেনা ও, তাই হাসে, না হলে কাঁদত ।
হাসি কান্নার অতীত অন্তরালে ঠাণ্ডা ঘাম হাতে মেখে নিয়ে
আমি বরং জাগা-মনে আলতো ছুঁয়ে ওর পা টিপে দিই—
ঘুমুক ও নিঃস্বপ্নে, নিশ্চিন্তে, নিস্তরঙ্গের দোলায় ।

তোমরা একে মৃত্যু বল ?
নামান্তরে, প্রকারান্তরে
যে কোনো দ্বৈত বিকল্পে বললেও বলতে পার,
আমি কিন্তু তা আর পারি না ।
বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীর রাত তিনটের আকাশকে দেখেছি যে !
ক্ষুদ্র রুদ্ধ গুহার আজিন আসনেও খণ্ড খণ্ড জ্যোৎস্না,
নানা বয়সী মেয়েদের চোখে মুখে নাকে বা গলায়
কোথাও না কোথাও ওর প্রাক-নিদ্রার সীমিত অবয়বের সাদৃশ্য ।

শীতের রাত্রি তাই ওর মুখের অদৃশ্য পারদ বিন্দুগুলি
ছড়িয়ে দিয়েছে দশ দিকে।
মন্দির দিয়েছি ভেঙে, সৌরভকে গর্ভবাস থেকে
মুক্ত করেছি। আর ঝিঁঝিকে বলেছি—যত পার ডাকো—
কিন্তু ওকে জাগিও না। আহা, ও ঘুমুক!
ওর নিমীলিত চোখে আর কোকিল নেই, সমুদ্র নেই,
আছে শুধু দূর দূরান্তের অফুরন্ত নীলাকাশ।

চরম পত্র

আলোকের সুনিপুণ তীব্র কোলাহলে
ঘন ঘন নিভে যায়
গোপন গুহায়
আঁধারের পঞ্চ প্রদীপ—
হোল না আরতি।
নিরুপায় পারাপার! এ এক আশ্চর্য দ্বীপ।
ফুল ফুটে নিত্য ঝরে দিগন্ত অতীতে—
দূত হিমসিম,
চাঁদ-মুখে হাসি শুধু কথায় কথায়
বিদ্যুৎ প্রতিম—
গন্ধ নিখোঁজ!
হয়তো বা মৌমাছির দোষ।

কর্মহীনের কর্মফল!
চারিদিকে দুস্তর মৃগজল!
আমাকে বুঝিয়ে দাও
নিরন্তর অভিনয় কোথা হতে সুরু,
আর যদি নেই কেউ
বুক কেন তবে দুরু দুরু?
নচেৎ ঘুমাব না একটিও রাত
তোমাকেও দেব না ঘুমাতে,
মানবো না তুমি মোর স্বামী প্রভুপাদ
বলবই— ভেদ নেই তোমাতে আমাতে।

তুমি আমি

নিত্য নিয়ম করে কবিতা লেখা কি ভাল?
কিছু আঁধার, কিছু চাই আলো।
নচেৎ, জন্ম হারাবে স্বাদ—
মৃত্যুর র'বে না মর্যাদা।
তুমি আমি তাই আধা-আধা।

নগ্ন আকাশ তাই নীল—
সমুদ্রের কণ্ঠস্বর
স্পন্দমান গীতিময় বুকের সামিল।
তোমার প্রত্যেক চুমায়
বারবার খুঁজে পাই অনন্ত ভূমায়।

অত্যন্ত ঘৃণায়
ভালবাসি অত্যন্ত তোমায়।
নচেৎ কি মানে হয়
মনে মনে আজও মনে রাখা—
চিতাভস্ম-পাত্রে এক অধীর স্ফুলিংগকে
প্রাণপণে আজও পুষে রাখা?
সাঁঝ-তারা কথা কয়, শুকতারা জাগে—
তাই তো এখনো তোমায় এত ভাল লাগে।

তা যদি না চাও
হোমাগ্নি নিভিয়ে দাও,
লুপ্ত কর্মো আকাংখার বীজ—
এ ঘরে আসে না যেন দুর্ব্বার পতংগ বা
ধূর্ত মনসিজ।

টলষ্টয়ের সঙ্গে

মিতবাক হোলে কি হবে,
কিছুতে সঙ্গ ছাড়তে না।
নিঃসঙ্গ হ'তে তাই পারি না একেবারে
প্রসঙ্গক্রমে, অথবা অন্যথাও
ঘুরে ফিরে যেতে হয় সমুদ্র কিনারে।

আর কোথা যাবই বা বলো।
আকাশের সব তারার চোখ ছলোছলো—
না হয় অবাধ্য অবোধ্য হাসি।
কিছুতে যায় না বোঝা
কে তাজা, কে বাসি।

জীবনকে মুখোমুখি দেখি—
কেউ নয় সুখী দুখী।
অনেক খাঁচার বুলি ভুলে গেছি তাই।
কও যদি কই কথা,
নইলে কখনো নয়।
সব রোদ আসলে জ্যোৎস্নাই—
ঠিকই বলেছে টলষ্টয়।

ছিলে, বা এখনো রয়েছ কাছে।
ঢেউগুলোর মূল্য কি আছে?
ওরা তো বলবেই সুখে দুখে মনোমত কথা!
আমি শুধু বুঝতে চাই মতান্তরের প্রান্তরে হেঁটে
আমার অন্তর্ব্যথা।

অজামিলের গোঁজামিল দিতে পারব না।
পাঁজিতে দুর্লভ যাত্রার দিন,
কোন দলে নেই আমি প্রবীন নবীন।
চোখ-বোজা কানেতবু মণি আর ধ্বনির ইমেজ।
মিশি বা না মিশি কারো সাথে—
থাকি না তফাতে,
হারাতে চাই না কাকেও, বা কোনো মহাদেশ—
সুতরাং আমিও হারব না।

দরোজা খোলো বা দাও—ভুল মানবে না,
ফুলের গন্ধ নেব—ফুল জানবে না।

পাশ ফিরে শোও

এখন সংলাপ নয়। পাশ ফিরে শোও।
সকল ফেনিল সুরা উদগ্র ঠোঁটের
প্রত্যাখ্যান কর—গত্যন্তর নেই।
প্রত্যহ গভীর রাত্রে মৃতদেহ নিয়ে যায়
কোল-ভরা যুবতী নারীর
হরিবোল দিয়ে—
মুখ তার মাছিতে মাছিতে ছয়লাপ। সুতরাং
কবিতার মৌমাছি, বা সাময়িক কুজনরত
পোষা পারাবত—তাড়াতেই হবে।

উপায় কী ? হৃদয়ের যত সব আঁচিল পাঁচিল
জবর দখল আজ। অথচ লাল ঝাণ্ডাদের উস্কানিতে
এক পয়সাও খাজনা দেবে না কেউ। সমুদ্রের তীরে
বসে শুনতে পাবে না একটিও চুমার শব্দ
প্রতপ্ত ক্ষীণায়ু প্রিয়ার।

এই নৈরাজ্যে, সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে নিমগ্ন হয়ে
পাশ ফিরে শোও—
আলোটা নিবিয়ে দিলেই সুমিষ্ট আঁধার !
কে আর যায় আসে গভীর রাতের রাস্তায়
দু' এক মাতাল ছাড়া ?
দেয়ালে দেয়ালে কত বহু-মৃত আবেদন, নিবেদন,
শাস্ত্রীয় শাসনের ছবি। সে সব মাড়িয়ে তখন
জেল-ভাঙা নক্সাল আমরা দুজনে !

নচেৎ ইচ্ছামত সরালে ঘড়ির কাঁটা, ঠকতেই হবে।
এমন খুনোখুনি, মারামারি, মস্তানি, হরির লুটের
সুযোগই পাবে না।
রাশি রাশি মেদ বাঁধা টাইট-জ্যাকেটে—
সিগারেট পুড়ে যাবে প্যাকেট প্যাকেট
অথচ পকেটে কিছুই আসবে না।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

কবিতাটি পড়ে ছাখো,
বোলো না হয়েছে ভাল।
ভাল যে হবার নয় তাও আমি জানি
তা হ'লে করব কেন এত টানাটানি
তোমার দেহকে নিয়ে—
বর্ণাঢ্য মনকে ছিনিয়ে
ছিনিমিনি খেলা
এ বেলা ও বেলা।

কবিতার উপজীব্যঃ প্রেম, আশা,
ফুল, নদী, গন্ধ, বায়ু, পর্বত ও সমুদ্রের ভাষা
কোমল হৃদয়-পাখির সাময়িক কথা—
ব্যর্থ হোক সর্বাংগে সর্বথা।
উষার ঘুমন্ত কাণে সঙ্গীত দিয়ে
ঈথারের সীমান্ত ছাড়িয়ে
উড়ে যায় কতদূর দিগন্তের পাখি—
তবু তার এ ধরার মরু প্রান্তরে
ছায়া পড়ে নাকি ?

মুছে যদি যায় জলছবি,
তোমার দেহটি গলে' মনের আবহে
রক্তের স্রোত যদি বন্যায় বহে,
ইহলোক পরলোক হয়ে একাকার
সব দিক দিগন্তে যায়—
অবশেষে র'বে কবি শ্রেষ্ঠ কবিতায়।

আধুনিক উত্তরপাড়া

কোন্ দূর পূর্বকূলের ভঙ্গুর সমুদ্র-সন্ত্রাসে
হুগলীর তীরে বসে' আধুনিক উত্তরপাড়া কাঁপে।
বর্তমান হাসি তার শুষ্ক রক্তমাখা বিশীর্ণ বিবর্ণ কালশিরা—
বারবার মনে হয় তাই,
এ ছবি রাখার চেয়ে গলা টিপে শেষ করে দিলে
নির্জন জীবনে এক নবারুণ চোখে
অপূর্ব ব'দ্বীপ পাব।

আবার মায়াও লাগে !
কি জানি, পূর্ব পরিচিত কোনো আততায়ী কেউ
পা টিপে টিপে যদি অন্ধকার ঘরে এসে
ঢেউকে অগ্রাহ্য করে' নূতন প্রত্যূষে
শাম্পান ভাসায় আবার—
তখন কী বলব তাকে ?
এ প্রশ্নের জবাব পেলে পোষা পাখি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

অনেক জবাবদিহি জমে জমে হয়েছে পাহাড়।
নিত্য আসনে বসা, একবেলা স্বল্প আহার—
কিছুই যায়নি বাদ ;
তথাপি সাধ বা সমস্যা অগাধ !
প্রখ্যাত লাইব্রেরীর দ্বিতল কক্ষে বসে'
কাঁদে আজও মৃত মাইকেল।
তাকে তো ভোলাতে চাই, কিন্তু পারি না যে !
বড় মায়া লাগে !

অথচ কিছুরই অভাব নেই,
বরং আরও সোরগোল।—
মেয়ে ও পুরুষে মিলে প্রত্যহ শ্লোগানের অজ্ঞান মিছিল,
চ্যারিটি ও ভ্যারাইটির অগণিত মাইক ঘোষণা,
উত্থান পতনশীল অসংখ্য দোকান,
সার্বজনীন পূজার পদে পদে আমরণ চাঁদার নিগ্রহ,
পথে মাঠে ঘাটে অপূর্ব মস্তানের ভিড়—
বুঝলে নটবর,
আমি আর যাত্রা দেখতে যাব না।

জীবনের ধারা এই

ভুল যে ভুলই—
এ কথা এখন আর বললে পারিনে।
চলতেই হবে পথ
চড়াই, উৎরাই, সোজা
মোড় ফিরে বামে বা ডাহিনে।

নদী ধায় নিম্ন দিকে,
পর্বত খাড়া,
অকূল সমুদ্র কাঁদে,
হাসে যত আকাশের তারা!
এক ফুল ঝরে যায়, আর ফুল ফোঁটে,
কত রকমের রং জীবিতের ঠোঁটে,
এবং পাখিরা ঠিক গান গায় কিনা—
বলতে পারি না।

আমার প্রিয়া যদি অন্যেরও প্রিয়া হয়
হ'তে পারে রাগ, আফশোষ—
কিন্তু কার দেব দোষ?
মতি গতি বদলাবেই নিমেষে নিমেষে,
কেউ সুখী কেউ দুখী হেথা ভালবেসে।
একই প্রেম কাল ভেদে বৈধ বা ভ্রান্তি—
জীবনের ধারা এই,
মেনে নিলে শান্তি।

নচেৎ চলবেই যুদ্ধ।
আসবে কত কৃষ্ণ, শংকর, বুদ্ধ।
তথাপি পৃথিবী যে হবে নিষ্পাপ—
তা বলতে পারি নে।
সুতরাং দাঁড়িও না, চলে চলো
যে যার লাইনে।

উত্তরায়ণ

রাত্রির নির্জন প্রহরে প্রহরে
যদি তোমার একটানা সংগীত শুনি,
তখন আমায় আর ভোলাতে পারবে না
জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসার কোন সংশয়ে ;
অথবা বলতে পারবে না যে—
সূর্য ওঠে নামে, চাঁদ ক্ষয়ে যায়।
গুরুরই গুরুত্ব থাকে না,
অন্যের কি দায় ?

দিনরাত পাশ-ফেরা শয্যার চুম্বনে
মৌমাছি দংশনের জ্বালা !
আমি কি বুঝি না যে,
মিথ্যা সব সামুদ্রিক তরংগমালা,
মিথ্যা মনে হওয়া—
পূর্ণিমার চাঁদ এক ঝলসানো রুটি ?
তবে ?

অদ্যাবধি যা কিছু বুঝেছি—
সারস, শামুক বা আর্ত ফড়িং হয়ে
যেখানে যেখানে তোমায় খুঁজেছি—
সব যদি হয়ে থাকে ভুল,
তবে ওগো অনির্বাণ আগুনের ফুল,
চুপ করে শুয়ে থাকো বুকে—
উভয়ের মৃত্যু হোক পরম কৌতুকে।

বিশাখপাত্তনের বহির্বন্দর নির্মাণ

ভালবেসেছিলাম ।
আদরের চুলগুলি জটা বেঁধে গেছে
সুতরাং নিতেই হবে চৈতালি ঘূর্ণীর যন্ত্রণা ।
বললে চলবে না—
তোমাকে চেয়েছি শুধু,
চাইনি উদগ্র বুকের এত ওঠা নামা ।

কত যে করছে রন্ধ্র, শান্ত বুকেতে
আর সেই রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, বারুদ ঢুকিয়ে জ্বালিয়ে
ডিনামাইট ভাঙছে পাহাড়—
কী রক্ত ঝরছে !
বেলাভূমির কোলে-চড়া নেই সব শিশু ঢেউ
বেঁচে নেই কেউ
রাশি রাশি প্রস্তরের নীচে !

এই সব ধ্বংসের পর
হবে নাকি বহির্বন্দর ।
খনিজ লৌহ কত দেশে দেশে হবে রপ্তানি ।
হে মোর গোপন প্রিয়া প্রিয়দর্শিনী বিশাখাপত্তন,
কত আর দেবে স্তোক,
যাবে না এভাবে শোক ;
উত্থান পতন কত দেখবে, দেখাবে ?
বিধ্বস্ত সমুদ্র, পর্বত—
আকাশকেও শেষে কি হারাবে !

হারিয়ে হারিয়ে এই প্রাপ্তি অবিরাম
ধীর গতি অতি শান্ত সান্নিধ্য সংগ্রাম—
কত দিন লাগে বলো ভালো !
দেখতে চাইনে আর
শুকতারার চোখ ছলোছলো ।

বিবাহ জয়ন্তী

বিরহের মন্থর যন্ত্রণা আজ
কবিতার তাজ।
জানি, তুমি নেই কাছে
তবু কী যেন আশ্বস্ত সান্ত্বনা দিনরাত ঘিরে আছে—
সমুদ্রের তীরে তাই নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে থাকি
আপাদমস্তক ঢাকি'
নিঃসঙ্গ অন্ধকারের নিস্তব্ধতায়।

দেখতে পেয়েছি স্পষ্ট বিধ্বস্ত কোনারকে
সব প্লট বাঁধা এক ছকে।
নাচো গাও তারে না বেতারে,
অথবা রঙীন চিত্র সিনেমাস্কোপে—
কিছুই টেঁকে না ধোপে,
নূতন কিছুই নয়, পুরাতন তবু হয় না রে !
যুগে যুগে কূজনরত গৃহ-কবুতর—
চুম্বনের নানা স্বাদ—একস্বর।

তবু তুমি আসছ, আসবে
ঢেউ-ঢেউ ভালবাসায় নাচবে, হাসবে, কাঁদবে।
আর আমি অন্ধকারে নিঃশব্দে বাজাব গীটার—
আমিই ছাত্র ও আমিই টিচার।

ভেবেছিলাম, লিখে লিখে কবিতা ফুরাবে
ততদিন পাশে তুমি চামর ঢুলাবে।
এখন কান্না পায় যতবার হাসি
সমুদ্রের শব্দ তাই কিছুতে হোল না বাসি !

মেন স্যুইচ অফ্ করে দিয়ে

তোমার চাঁদমুখ চিরদিন বসে থাকে লগ্নের বুকে।
নুতন বোতলে ঢেলে পুরাতন মদ
তবু মরি দুখে।
শতাব্দী নিমেষ হয়, নিমেষ সম্বৎ।

মেন স্যুইচ অফ্ করে দিয়ে
বুকের কাঁচুলি ছিঁড়ি,
আরণ্যক মত্ততায় সুশোভন খোঁপা যায় খুলে—
শয্যায় লুটিয়ে পড়ে মৃতবৎ দেহ
প্রলাপ আলাপ-মুখর তমসার রাত।
স্বপ্নার আবৃত স্তনাভাস ফুলের উপর
ভোরেতে ঘুমিয়ে পড়ি—
কড়া নেড়ে ফিরে যায় অরুণ প্রভাত!

অভাব অভিযোগ—সব মিছে।
আমি তো বুঝিনি কী সে—
সুধা, না গরল।
মাঝে মাঝে তবু শুনি ডাকে
আকাশ, বাতাস, আর সমুদ্রের জল।

এ প্রদীপ

দিনরাত জ্বালিয়ে রাখতে হয়
স্বর্ণ ঘৃতের প্রদীপ।
তবেই দেখতে পাই তোমার কপালে জ্বলে
শুকতারার মত এক আগুনের টিপ।
চোখেতে আঙুল দিয়ে
প্রহরে প্রহরে সে ছাখায় দিগ্বিদিক—
বুঝিয়ে ছায়—কে তুমি প্রিয়ে,
কেনই বা আছ সর্বদা
অমিত অভূত ব্যথার অমোঘ প্রলেপ নিয়ে।

ঘুম পেলেও এ-প্রদীপ নেভানো চলে না।
নেভালে বহুদিন প্রিয়া আর কথাই বলে না—
অসহ্য অন্ধকারে কেবলই কান্না পায়,
কাল্পনিক প্রেতগুলো ছুটে এসে
ধরে ফ্যালে প্রায়!

তখন হারিয়ে যায় নিমেষে নিমেষে কবি
কার্পেটের পিছন দিকের জনারণ্য মাঝে।
প্রতিটি মুহূর্তে প্রিয়ার মৃতদেহ ভাসে
সমুদ্র যন্ত্রণার তরংগে ও স্রোতে।

জানি তো আসবে ঝড়,
উড়িয়ে নিয়ে যাবে অন্য কোনো দেশে ;
এ-প্রদীপ তখনো নিভবে না—
কুম্ভকে স্থির হবে শেষে।
প্রতপ্ত বালুর বেলা ঘুমাবে ঝাউ-বীথির প্রচ্ছায় ফরাশে—
প্রত্যেক ধূলির কণা চাইবে মুখের পানে
সান্-গ্লাস চোখে।

সাধ

দেখতে চাই চোখে,
শুনতে ও বুঝতে চাই সারা মন দিয়ে,
তারপর গভীরতম আঁধারে আলোকে
ফেলতে চাই নিজেকে হারিয়ে।

জানি—এ-সবও সাধ।
তথাপি
সমুদ্রে তরংগে কবে হয়েছে বিবাদ?
তুমি আমি শোব পাশাপাশি,
গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করে
দীর্ঘ ভ্রমণে যাব ভুবন চৌরাশী,—
তবু দেখো
কখন যে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তোমাকে দিয়ে ফাঁকি
ঘরে ফিরে আসব একাকী—
তা তুমি আমি কেউই জানব না!

এ সব মিথ্যা নয়।
হয়েছে, এবং চিরদিন হবে।
যুগল প্রেমের যদি চাও পরিচয়
আমার বুকেতে শুয়ে চোখ বুজে তবে
মন প্রাণ কাণ পেতে রাখো—
সমুদ্রের শব্দরাশি শুনতে শুনতে
দেখো গিয়ে কোন্ স্বর্গে থাকো।

সাতাশে মাঘ

সাতাশে মাঘ ! সাতাশে মাঘ !
জোৎস্না রাত্রি খেলছে ফাগ ।
সোনার শিকল-জড়ানো সে এক অমোঘ দিন
বাজায় বীণ ।
বাজছে—শাঁখ,
নিভৃত বুকে সুখ-ভীরু জয়ঢাক,
দূরের বাঁশী,
অতি নিকটের লুকানো চোখের হাসি—
আজ যেন সব মুখর অনুচ্চার ।

সাতাশে তারিখ প্রতি মাঘ মাসে
এখনো এ-ঘরে চুপিচুপি আসে ।
তথাপি তার পায়ের শব্দ
আজও অনায়াস—লব্ধ ।
তাই তো এখনো বলিনি তা'কে—
রাতের জোনাকি, দিনের ফড়িং
কখন কোথায় থাকে ।

বলে কী লাভ ?
কী ফল বাড়িয়ে মৌন রাতের
গৌন মনস্তাপ ?
সাতাশে মাঘ ! সাতাশে মাঘ !
চির বসন্তে খেলে চল সখি
দিনে পিচকারি, রাত্রে ফাগ ।

সকাল সন্ধে যতবার খুসী এসো,
পুরানো আতুর অদেখা অধর-গন্ধে
যত পারো ভালবেসো—
আমি কিছু বলব না।

জানি, তরংগ দুর্নিবার।
জাল বুনে তাই, দূরে বা নিকটে
জাল ফেলব না আর।

ভেন্টিলেটার

বিন্দুতে তুমি সিন্ধু এনেছ
সে-কথা কখনো ভুলতে পারি ?
ভুলতে গেলেই মুখপানে চায় ভেন্টিলেটার
কান্না মুখে।
বলোনা তখন বাঁচি কী সুখে ?

দরোজা জানালা বন্ধ করে
এনেছি যতনে অন্ধকার।
সে-আঁধার তলে জ্বালিয়েছি কত স্নিগ্ধ দীপ—
শ্যামলী মেয়ের কপালে সিঁদুর—টিপ।

যদ্যপি আজ মুছে গেছে সেই সব
প্রত্যহ ঝরা শেফালির বৈভব—
গাভী চরে আজ কৃষ্ণচূড়ার মাঠে
কৃচিৎ কখনো বেণুবন হ'তে ফিঙে এসে নামে
শৈবাল-নীল নিরালা পুকুর-ঘাটে।

তথাপি মানেনি একদিনও পরাভব
ভেন্টিলেটার—
কাজল দীঘির চোখ।
মুছে-যাওয়া চুমা—
আজ মনে হয় সে-সবই তুমার
দীর্ঘ হরস্কোপ।

হোলি

জীবন ভাবে—মৃত্যু বোকা,
মৃত্যু ভাবে—জীবন শুধু ফাঁকি !
আমি ভাবি—জীবন মৃত্যু আছে নাকি ?

দুটি স্তনের একটি থাকে খোলা,
যে যে'টি চায় সে'টি নিয়েই আত্মভোলা !
আমি তো চাই—
চড়ব দোলা, খেলব হোলি ।
কাজ কি এত ভাবাভাবি, বলাবলি ?

এ সব শুনে হাসছ প্রিয়ে ? —হাসো !
আমি জানি, ভালই তুমি বাসো ।
রাত্রে তোমায় পাবই কাছে,
উঠবে জেগে না হয় সকাল বেলা ।
লুকোচুরি ? ঐ তো হোলি খেলা !

দেয়া নেয়ার কোনটা বেশী ?
রঙে ও জলে
কখন কত মেশামিশি—
ভাগ্যবলে
কেউ তা জানি না ।
উদয়ে অস্তে তাই তো অরুণিমা ।

শহীদ

যাই থাক অভিধানে
শহীদ কথার খুঁজতে যেয়োনা মানে—
পাবে না অন্ত ;
বস্তিতে জেনো শীত ও বসন্ত
যুগপৎ ।
অতীব সুলভ অটোগ্রাফ দস্তখৎ ।

মরো বা মারো,
যে কোনো কারণে মরলেই তাকে বলতে পারো—
অমর শহীদ ।
জানা বা অজানা কীর্তি তাহার
হোক না যতই কালো কুৎসিত—
কিছু নেই ভয় ।
মূক ইতিহাস চির দুর্জয় ।

ভুল করে মরে,
অথবা মরেই করে যে ভুল—
সকলেই পেতে পারে বোকে, মালা, ফুল ;
বিনা খরচায়,
অথবা কথার কথায়,
সকলেরই হবে বেদী
অভ্রভেদী ।

আর সত্যও তাই।

যতই করুক খুন, বরবাদ, চুরি, ছিনতাই,

হিতে বিপরীত—

কে নয় শহীদ ?

স্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে ছেলে খেলা,

চলেছে, চলবে প্রেম অবহেলা

ধরাধরি করে হাত।

চঞ্চল রথে অচল জগন্নাথ।

আজকের নায়ক

ভুলেছি তোমায়
অথচ মনে হয় কিছুই ভুলিনি।
কেঁদেছি অনেক
অথচ সে-সব দেখি সঠিক কান্না নয়—
তোমার আমার নব জন্মভূমি।

যে-বৃন্তে ফুটেছিলে জুঁই
সে-বৃন্তেই হয়েছ আবার রক্ত গোলাপ।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যতই পাশফিরে শুই
থামে না আলাপ।

আজকে বুঝেছি
তোমাকেই খুঁজেছি, পেয়েছি
যুগে যুগে অনিবার।
কখনো হয়েছ রাত্রি, কখনো প্রভাত।

যতই খুলে যাক খোঁপা—
কেঁদনা বিষ্ণুপ্রিয়া, ভুলে যাও গোপা,
সব ভাবই অভাবনীয়।
প্রবীন হয়েও আমি আজকের নায়ক,
সুধাময়ী প্রিয়া তুমি চির-সীমন্তিনী
অতি নাটকীয়।

বড় ক্লান্তিকর

অস্তিত্বকে এমন কোরে টেনে নিয়ে যাওয়া
বড় ক্লান্তিকর।
যদিও থেমেছে পুরানো ঝড়,
যেখানে ছিল অশত্থ, তিন্তিড়ী, শাল বা মহুয়া একদিন—
সেখানে কখন যে গজিয়েছে
অনামী বনফুল, পরিচিত তৃণেরা নবীন।
সমুদ্রের বুক থেকে সূর্যের উদয় দেখেও
পাই না কিন্তু আর পূর্বের উল্লাস।

স্বপ্নোত্থিতের আবিষ্ট মেজাজে দৃষ্ট যত সব ছবি
ধীরে ধীরে জানি মুছে যাবে।
ছদ্মবেশে তুমি
আত্মজ, আত্মজা, পুরাণো বন্ধু, গান, কবিতা
বা দৃশ্যাদৃশ্য স্মৃতি—পুলক জড়ানো ভীতি—
চারপাশে ঘুরে ঘুরে হায়রান হবে
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যেন দীর্ঘায়িত চিলের চীৎকার।

মুমূর্ষু তীব্র তৃষ্ণা দিয়ে
উদাসী মুহূর্তগুলিকে মন্থর ব্যর্থতায়
শিরা উপশিরা মাঝে এমন জাগিয়ে রাখা
বড় ক্লান্তিকর।
নদ নদী বহে যায় বটে—
তথাপি না হয় মনের মিল, নয় মনান্তর!

স্বপ্নময়ী

তোমার বুকেতে শুয়ে কোনদিন হবে না যে ঘুম
বহুকাল আগেই জানতুম।
তথাপি কেন যে গেলাম বাঁধতে বাহুবলে
ফুটে আছ দেখি শতদলে।

পাষাণি! সে-হৃদয় তোমার নয়—
সর্বদা ওঠে নামে সেথায় সংশয়।
প্রসবের পূর্বে পরে বিভিন্ন স্তন,
কী গভীর স্বচ্ছ নীল দিগন্ত-নয়ন!

ঘর তো দূরের কথা,
থাকতে চাওনা তুমি কোনো পরিধিতে।
অনন্ত নীলাম্বুধিতে
কবে গেছ ডুবে—
কবিতার দীর্ঘ কৃষ্ণ গুচ্ছ কেশরাশি
তরংগে তরংগে তবু ভাসে চুপে চুপে।
অপাদে নুপুরধ্বনি বাজাও সঘনে
কাজে, অকাজে, মনে মনে।

দিন ও রাত্রির স্বপ্নে কতদিন দেবে আর দেখা?
অসীম সংগীতের নিঃসীম ঠেকা
চলবে কতদিন?
অপসৃত কর এই জরায়ুর জরা—
হতে চাই চিরায়ু নবীন।

কবির কর্ম

যা লিখি
তাই তুমি মুগ্ধ হয়ে শোনো—
কী যে বোঝো, তা তুমিই জানো!
তোমার মুখেতে দেখে অরুণ উদয়
আমার বুকেতে নামে আকাশের চাঁদ।

আমি তো পাতি না ফাঁদ।
যা লেখাও, লিখি তাই।
তোমার ভাষা ও ছন্দে গাঁথা সেই-সব গান
সমুদ্র গায়;
তোমার আমার যত ব্যথা ব্যবধান—
প্রতিটি রাতের রোশনাই।

তাইতো স্বচ্ছন্দে হাসি
যেথায় কান্নাই শোভন,
আলো-ছায়ার আলেখ্যে করি মানস রঞ্জন,
স্বেচ্ছায় হয়ে থাকি পিঞ্জরিত পাখি,
মিথ্যাকে সূক্ষ্মতর মিথ্যা দিয়ে ঢাকি।

তোমার বুকের রক্ত মাখি' দুই হাতে
নগ্ন করেছি তোমায় রুগ্ন জ্যোৎস্নাতে।

শিশুর নবীন হাসি এখন দেখায় পথ—
স্বপ্নের স্নিগ্ধ ভাষায় তাই
প্রকাশিতে চাই বাস্তব !

নির্জন ঘরের কোণে আত্মঘাতী ধূপ
জ্বলে জ্বলে করেই নিশ্চুপ।
তবু তার গন্ধ যেন নিত্য যায় বেড়ে।
ভুলেও ভুলতে না চাইবার
স্বপ্ন-নৃত্য নানা ভঙ্গিমার—
বুক থেকে নিতে কেউ পারে নাকি কেড়ে ?

কোকিল

রক্তাক্ষি কোকিল ডাকে
অহর্নিশ যন্ত্রণার হৃৎপিণ্ডটাকে—
বসন্তের কবিতা তাই লিখতে পারি না।
আমি যে নিজেই জানি না—
দিবারাত্র ও কি কাঁদে সমুদ্রের গীতালি ভাষায় ?
না, আকাশের চোখ থেকে পূর্ণিমার রাতে
চুপি চুপি অজস্র শেফালি ঝরায় ?

ডাকে যে আড়াল থেকে।
শত আলিংগণেও তাই
স্পষ্ট করে সনাক্ত করতে পারিনি—
রক্ত অস্থি মজ্জা মাংস আছে কিনা ওর,
না, জড়িত আলোক-লতায়
অলীক কৃষ্ণ বেণী।

খাঁচায় পাইনি ওকে।
তরল অনল তাই বহে যায় পঞ্জর-নির্মোকে।
অদৃষ্ট মুষ্টিতে তাকে সর্বদাই পাই,
অথচ খুলে দেখি চোখ—
কোথাও সে নাই !

তথাপি সে অহর্নিশি ডাকে
যন্ত্রণার হৃৎপিণ্ডটাকে।
বিরহের দৃষ্টি দিয়ে আজো তাকে সনাক্ত করতে পারিনি।
সমুদ্রতলের মত
কখনো সে হয় যদি থির সুগভীর—
নিশ্চিন্তে ঘুমাব তবে দোরে দিয়ে খিল
যতই বাহিরে ডাকুক আশ্চর্য কোকিল।

পারব না

কী যে চাই
কোনদিন বলতে পারব না,
বললে তুমি নিয়ণের আলো হয়ে যাবে !
অগ্নির পতংগগুলো
চাঁদের চূর্ণ হাসির অসংখ্য তারকা সব—
বাদলে বকুল আর শরতে শেফালি হয়ে
ঝরে ঝরে এই বুকে লীন হযে যাক।

যা হবার হোক,
ব্যর্থ জানি কবিতার সান্ত্বনা, স্তোক !
সাপের খোলস,
অথবা রাত্রির সুন্দরবনে ডোরাকাটা বাঘ—
সব বেঁচে থাক।
তোমার চোখের হাসি ভুলতে পারব না।

অসংখ্য হয়ে আছ, তাই
মুষ্টির ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের জল ঝরে যায়—
ধরে আমি রাখতে পারব না।
এতে যদি করো মান,
অথবা চাঁদনী রাতে ভাসাও শাম্পাণ—
যা তোমার খুসী।
তোমাকে বোঝাব কী ? আমিই কি বুঝি ?
তাই বলে দিবাস্বপ্ন দেখাতে পারব না।

অহেতুক

চোখে নেই ঘুম, তাই রাত জাগি।
আর কোনো হেতু নেই।
আর কোন অনুরাগী সেতু নেই পেরবার,
এমন কি হার্ডিং ব্রিজও ভেঙে দিয়ে গেছে
পোড়া মাটির নীতিতে।

কোকিল, পাপিয়া, মশা, রাত জাগে সব,
আমি ঝিঁঝিরও নীরব সাক্ষী।
চুলোয় যাক ডি-ভি-সি, ময়ুরাক্ষী—
প্রকল্প জল্পনা কল্পনা
আমারও কিছু অল্প ছিল না।
এখন, কিছুই-কিছু-না জেনে
প্রত্যহ জাগি রাত বিনা উসখুসে
জাগন্ত চোখ দুটো বেমালুম বুজে।

দিনেও হয় রাত-জাগা।
গীতা বা বেদান্ত পাঠ?
তাও শুধু অনিদ্র আরামের অনায়াস
অভ্যাস রাখা।
আর কোনো হেতু নেই,
আর কোন সেতু নেই পেরবার—
আসল কবিতাটা চুরি হয়ে গেছে কবে,
পয়সা নেই নকলটা ছাপাবার।

চারিদিকে বড় ভিড় !
এই সব ঢেউগুলো পৌঁছালেও সমুদ্রতীর
জানি কারো ঘুম ভাঙবে না।
তবু লিখে চলি
তুমি বলেছিলে বলে ?
তাই বা কেমনে বলি !
তোমার ধূপের ধোঁয়া মিশে গেছে অস্তে উদয়ে—
নিঃসন্দেহে।

ভাগ্যিস সুধা তুমি সুধাময়ী নও,
তাই সব কাটাকুটি করে'
অবশেষে পেয়েছি এক মধুর শূন্যতা।
কানেকানে সেতার বাজায় নির্ঝর—
কোলাহল করে না একটুও।

চরম সাধন

পরিচয় এক নয় সব বেদনার।
সব কথা হয় না বলা,
কত আছে নয়ও বলবার।

ভাবো যাকে তুচ্ছ
হয় তো, সে আমার অজাগর অজগর-পুচ্ছ—
অপর প্রান্তে যার বিষময় দন্ত ভয়াল।

শুকতারা চোখ মেলে চাও মুখপানে
তাতেই সর্বদা জ্বলে জ্ঞানে অজ্ঞানে—
প্রথম ফাগুন,
কখনো কবোষ্ণ ছাইয়ের নীচে তুঁষের আগুন,
অথবা হৃদয়-পোড়ানো এক সুদীর্ঘ মশাল।

মোট কথা, তৃপ্তি নেই অধর আস্বাদে,
কোনো নদী বয় না অবাধে,
সমুদ্রেরও বুকে বেঁধে প্রবাল, প্রস্তর, ঝিনুক।
কোথা তবে সুখ ও অসুখ?
কিবা লাভ য়্যানাটমি শিখে?
পারো যদি চোখ বুজে চেয়ে থাকো অনিমিখে
অন্ধকারে বে-সরম—
সেই হবে চরম সাধন।

বুঝি সব, তবু খুঁজি

বুঝি সব।
তবু কিছু পথভোলা তীর্থ অনুভব
হাত ধরে নিয়ে চলে অনন্ত পাতালে।
খুঁজি সেথা সমুদ্রের নূতন নূতন ফেণা
ঘুম-ভাঙা পাখির সকালে।

অনন্ত অতৃপ্তি এক
বসে থাকে লেগুনের তীরে
প্রতি গ্রাসে খায় অন্ন বালু-কিরকিরে।
কিছুতে বুঝবে না তবু, কী পণ্ডশ্রম
এত সব আযোজন, প্রযোজন !

ফাঁদ পেতে রেখে চলে গেছ কবে
সে-কথা কবেই ভুলেছ।
তারপরে কত সিংহদ্বার যে খুলেছ
তার ইয়ত্তা নাই।
তবু কেন নূতন কথার অনন্ত মিছিল
দেযালে টাঙানো ছবির অধরের কোণে
আজও দেখতে পাই ?

জবাব দেবে না, জানি
কেনই বা দেবে।
কী হবে অচিন্ত্য অশোচ্য পত্রিকায়
দুর্বোধ্য কবিতা ছেপে ?
বুঝি সব।
জ্বালাতন করে তবু ভিন্ন অনুভব !

আর ডেকো না আমায়

না, না, আর ডেকো না আমায়।
জাগলেও স্বপ্ন দেখি মধুরিমা বিভীষিকাময়
সুতরাং এখন থেকে কেবলই ঘুমুব
যে-ঘুম ভাঙবে না।
কিম্বা ভাঙলেও
দেখতে হবে না আর কোনো গরমিল।
অনন্ত সমুদ্র যেথায়
সেখানে কি তীর আছে
না, তীরে বসে থাকা?

গল্প উপন্যাস যদিও বা পড়ি
দেখি যেন একটি রেখা চলে গেছে
সকল পরিধি ছুঁয়ে হৃদয়ের কেন্দ্র ভেদ করি'।
ফুলেদের অভিমান—
পাখিদের নিত্য নৈমিত্তিক গান—
সব থেমে যায়।
তখন কি ভাল লাগে
ভিয়েৎনাম, ফারাক্কা, বা খরা ও বন্যার
মৌশুমী কথা?

আরোগ্য হোক বা না হোক
কিবা আসে যায়
যদি তুমি চিরতরে মরে যাও
নিষ্কম্প ভালবাসায়?

নারীর আঘ্রাণ

হরিদ্বারের গঙ্গা বলেছে—
সাবধান ! চুপ !
লোহার শিকল ধরে দিতে হবে ডুব,
নচেৎ প্রবল স্রোতে মৃত্যুর মুখে ভেসে যাবে।
আকাশে বাতাসে তীরে নারীর আঘ্রাণ
কোথায় এড়াবে !

দিবসের জয়যাত্রা সুরু—
স্বচ্ছ আলোয় কাঁপে আকাশের ভুরু,
পাখির কণ্ঠে বসে' গান গায় প্রিয়া—
নিশ্চিন্ত খাঁচায় বসে শোনে তাই টিয়া।
প্রগাঢ় অন্ধকারের দেখেছি সর্বাংগ ছুঁয়ে—
কায়াহীন দেহ তার
অথচ কী ঢেউ ! কী স্রোত ক্ষুরধার !
দুঃসাধ্য পা রাখা ভুঁয়ে !

মিথ্যা বলে লাভ ?
এম্নি সুমিষ্ট কত মুখর প্রলাপ—
বহুবার আমিও গিয়েছি তায় ভেসে
অন্তঃপুরে মসীময় আরো অন্ধকার !
দেহলির করুণ চাঁদ
শেষরাতে চলে গেছে হেসে।

অবশেষে দৈবাৎ
জানি না কেমন করে লভ্য হোল
          তীর হোতে প্রসারিত একটি বলিষ্ঠ হাত—
ধরে তাই আজও আছি বেঁচে,
          যদিও এখনো মাছি, নই মৌমাছি।

নিরুপায়ে

তোমার চোখের স্মৃতির বিধ্বস্ত দৃষ্টিকে
আই-ব্যাংক থেকে নিয়ে
ভেবেছিলাম দুর্ভেদ্য কবিতা লিখব।
ভেবেছিলাম—অন্ততঃ কিছুদিন অমৃত হব
ভঙ্গুর দেয়ালে আর সমুদ্রের সফেন বুদ্বুদে।

লিখতে গিয়ে দেখি
স্বচ্ছ দীঘির বুকে তুমি কহ্লার।
হেসে হেসে আরো কত মিথ্যা বলছ অনর্গল—
নীলাকাশ, জলের গভীরতা, আর দিগন্ত পৃথিবীর
অস্ফুট কুঁড়িটির মত।

তাই তো সর্তাধীনে নিরস্ত্র হয়েছি।
নখর গজাতে পারে—তা জেনেও
নিরুপায়ে গেরুয়া ধরেছি।

প্রজাপতি ঘরে এলো

প্রজাপতি ঘরে এলো।
ও কি আগন্তুক ?
না, সাময়িক কিছু ভুল চুক ?
কোন্ পথ দিয়ে আসে,
কা'কে হেথা ভালবাসে,
থাকবে কতক্ষন ?—
এ সব খবরে আমার কী প্রয়োজন !

সুমুখে সুনীল স্বচ্ছ সমুদ্র অগাধ,
কে জানে কত তার সাধ !
উপরের নীলাভ নিঃসীম আকাশের নীচে
সারাদিন বসে থাকি বীচে।—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলোর ঝলকানি !
দেখে তাই ফিরে আসি সায়াহ্নের ঘরে—
প্রজাপতি তখন কী করে
তা জানতেও চাই না আমি।

যে আসবে
তাকেই চলে যেতে হবে
প্রজাপতির নাট্য উৎসবে।
ঘুমুতে না চাও—
ডানার নাচন আর রঙের বাহার
স্বপ্নে বা জেগে দেখে নাও।

শহীদ

ভিতরে বাহিরে সহস্র মৃতের ছবি রয়েছে টাঙানো।
তাদের গলায় দোলে শকুনের কণ্ঠস্বরে গাঁথা বকুলের মালা—
বুকে রক্ত-গোলাপের বোকে।
তাই তো জগতে কে কা'কে রোখে ?
তাদেরই পায়ের তলায় জ্বলে টিমটিমে বার্ষিক প্রদীপ।
কেন যে জ্বালায়, কেউ তা জানে না !

তারা শহীদ-মিনার থেকে লাফিয়ে পড়ে নিত্য হাত পা ভাঙে,
মরে পথে, হাসপাতালে। গৃহস্থের রকে ভিড় করে—
এরা ময়না তদন্তের ঘরে স্তূপাকার!
কিন্তু কেউ পতংগ নয়, রীতিমত মনুষ্য আকার।

অথচ আশ্চর্য ছাখো, শহীদ হয়েও এরা মরেনি, মরে না।
এক এক দুঃখের বা সুখের যন্ত্রণা হয়ে বেঁচে থাকে চিরদিন—
পার্কে, মিছিলে, হোটেলে, সিনেমা হলে, মহাকাশে,
আধুনিকার নগ্ন পোষাকে, স্কুলে ও কলেজে, পৃথিবীর মঠে মন্দিরে।
জন্ম জন্মান্তরে আবার এদেরই কৃপায়
দ্রষ্টা দৃশ্য আমরা সকলে শহীদ।

কোনারক দেখে এলাম

শীতের একান্ত রাত্রির তৃতীয় প্রহরে
গলিপথে
কার পদশব্দ ?
এবার কি সুরু হবে আমার চৈতন্যাব্দ
যাতে নীরব ফল্গুর মত
তোমারি আটপৌরে শাড়ী পরে
ইতিহাসের গ্রাম্য নদী আবার বহে যেতে পারে
গংগোত্রী, যমুনোত্রী, বদ্রী কেদারে ?
না-না, দেখে নিও কোথাও থাকবে না চুম্বণের ক্ষত
বা ক্ষতের দাগ।

এই তো কোনারক দেখে এলাম।
কত কথা কইলে যে ছোট বড় পাথরের স্তূপ
সম্পূর্ণ আঁধার ঘরে নগ্নতা আবৃত রেখে
আনন্দ বেদনার সে কী ফিসফাস—চুমু খাওয়াখায়ি!
অথচ সবাই নিশ্চুপ !
যতই কেননা ক্যামেরার সাটার খুলি আর টানি
নিশ্চিন্ত থাকো, কথনো ধরা পড়বে না আততায়ী।
তোমার আমার যত নির্জন কথা—
কোনদিন হয়নি, হবেও না জানাজানি।

বরফ পড়েছে কনেক—তা মানি।

হয়ত অলক—গন্ধে অলকানন্দা কখনো উদ্বেল—

তা হোক।

তবু তুমি দূর হতে দেখা দিও চোখের সুমুখে

কাছে এসে গা ছুঁয়ে শুনে ও শুনিয়ে যেও

পুরাতন ভালো লাগার নবারুণ শোক।

সবই রুটিন

দেহের কোমলতা বা মনের শ্যামলতা
আনুক যে-কোনো বার্তা
প্রত্যেক ভাবেই কিছু থাকবে অভাব
কখনো সম্পূর্ণ হবে না ;
যেমন, যে কোন উৎসবে তীব্র আলো, কোলাহল,
আবার চুপচাপ।
সুতরাং ভাবনা করাটাই বেগতিক—
কিছু নেই ভাববার, সবই রুটিন !

সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি
কে জানে ঘুরে ফিরে আসছে কবে থেকে
বা আদৌ আসছে কিনা।
যে ঘরে ঘুমিয়ে আছ
শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত আজকে যে-ঘর—
কে জানে তার নিচে ঘুমিয়েছিল বা আছে
লাভাস্রাবী কত এটনা।

অতএব বিচার কর, এবং তা করতেই হবে
গড়তেই হবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান।
তবে এও মনে রেখো
চুম্বণের বা বুলেটের কোন দাগ থাকবে না চিরদিন,
সাহিত্য বিজ্ঞান বা ইতিহাস যা কিছু লিখুক না কেন
সবই রুটিন !

অসমাপ্তি

পশ্চিম আর উত্তর দিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দাও
এখন রাত কি দিন, তা আমি জানতে চাই না।
তুমিও শোবার আগে পাশ ফিরে নাও
খিল এঁটে দাও বেশ করে, যেন বাইরে থেকে কেউ না খুলতে পারে-
আমি ঘুমুব এবার ।

সহজে মরে না পাতাবাহার, তা জানি
কুন্দ চাঁপা শেফালি ধতুরা বা বেলি
ফোটে যদি, নিজের গরজে ফুটুক
আমার দরকার নেই ।

আমায় এখন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করতে হবে
সন্ধ্যার পরেই লোড-শেডিং, আর সেই অন্ধকারে
লুটপাট, মারামারি, খুন, ছিনতাই—
আর কি সেদিন আছে ?

সোহাগের দাগগুলো সব মুছে যাবে
এমন কি, বসন্তের দাগও থাকবে না মুখে
যদি কিছু সহজে না মোছে, হিসাব না মেলে কোথাও
তাই বলে সারারাত জপ করলে তো চলবে না—
অন্ততঃ ওয়েটিং রুমেও আমায় ঘুমুতে হবে
কাক কোকিল হাজার ডাকলেও।

দু এক পাদপ্রদীপ এখনো জ্বলছে বটে
শীঘ্রই নিভে যাবে সব।
ঘুমন্ত শিশুটাকে কোথায় নিয়ে গেছে যেন
হৃদপিণ্ডে তারই অনুভব।
সতীর মৃতদেহ এখনো রয়েছে কাঁধে
একদিন হবে খান খান—
পরিত্যক্ত কবিতারা ব্যর্থ রিপোর্ট হবে পোস্টমরটেমের।

ক্ষমা নেই

ক্ষমা নেই।
শাস্তি পেতে তাই জোনাকির জন্ম হয়,
ফুল ঝরে, নক্ষত্র খসে পড়ে,
প্রজাপতি হয় ঝরাপাতা,
নিত্যা অভীষ্টা প্রিয়া দর্পনের সুমুখে দাঁড়িয়ে
টিপ পরে ভুরুর মাঝখানে।

ক্ষমা নেই।
থাকলে কি রাত ভোর হোত ?
না, তুমি আসো ছদ্মবেশে রাতের শয্যায়।
নিস্তরংগ সমুদ্রের তলে
গলে যেত সকল পাহাড়।
যা নেই তাই শুধু চাই,
মেরামত নেই তাই অজন্তার পীড়িত ফ্রেস্কোর।
মুখপানে তবু কেন চেয়ে আছ ঠায় ?
চোখ বেঁধে যেতে হবে দিগন্তের অন্তরাল দিয়ে
সমান্তরাল—
ক্ষমা নেই।

চুমার শব্দ, অধ্যয়ন অধ্যাপনা,
স্তনাগ্র চূড়ার স্পর্শে ওঠা নামা পানকৌড়ির—
জলের আল্পনা সব।
কুরে কুরে খেয়ে যায় অলীক জীবাণু।
ক্ষমা নেই।

গল্পটা

গল্পটা মিষ্টি
জমেছিল বেশ।
হঠাৎ--হাওয়ার মত কে যেন চুপিচুপি এসে
নিভালো প্রদীপ,
হোল না আর শেষ।

তারপর কিছুদিন অন্ধকার
অভূতপূর্ব !
অমানিশার ঝাউ-ঝাউ বীভৎস বাহার !
নায়ক নায়িকার সব দিগন্তের বেশ—
দেখা হোল, চেনা গেল,
কথাগুলো ভেসে গেল কোন্ দূর দেশ।

নায়িকার রেশটুকু
সমুদ্রের ভাষায় জড়িয়ে
কত যে কবিতা লেখে তারিয়ে তারিয়ে—
কিন্তু কিছুতেই সে-গল্পের হোল না পূরণ !
ছবি আর কত ভাল লাগে ?
একটাও জীবন্ত নয় মনের মতন !

আলেখ্য দর্শনে

ভাল এখন লাগে বা না লাগে
তোমার অনেক ছবি তুলেছিলাম আগে
সে-গুলো এখনো য়্যালবামে।
এও কি ব্যভিচার ? কে জানে—কে জানে !

আমি বলি
প্রয়োজন নেই ভাববার।
ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন সব ছেড়ে যায় দ্রুত—
সময় কই কামরা বাছবার ?

তার চেয়ে
ভূত, ভবিষ্যৎ বা আধুনিকা মেয়ে
যেমন যেখানে ছিল বা এখনো রয়েছে
তেম্নিই থাক।
অথবা সাথে সাথে যেতে হয় যাক—
ভাগ্য প্রসন্ন হোলে কতক্ষণ লাগবে হারাতে !

শুভদৃষ্টি

সূর্য কেন ছায় তাপ,
চাঁদ করে আলো,
আবির্ভাবে হাসি, আর তিরোভাবে কান্না,
আমি কা'কে ভালবাসি, কে আমায় ভালবাসে
কিম্বা করে ঘেন্না—
এ সব প্রশ্ন আর মনেই আসে না।

কারণ, দেখছি তো—
চারিধারে প্রাচীরের প্রান্ত,
অসীমের ইংগিত সমুদ্রে, আকাশে।
একদিকে খরা মাঠ, অন্যদিকে সবুজ খেয়াল—
মাঝখানে সরু আল,—
সেই পথে যাতায়াত।
আমি বলি—এই ভাল, বাহারে!
আমিষ নিরামিষ দুই-ই মেলে আহারে।

এর বেশী প্রাপ্য নেই
পাবে কেন চাইলেই?
মিছে ভাবা এ ধনী, ও উপবাসী।
যতবার খুসীমত দৌড়বে চাঁদে—
প্রতিবার পড়ে যাবে আপনারই ফাঁদে,
পাবে না চাঁদের হাসি।

চালেঞ্জ

আমাকে ডেকো না
ওৎ পেতেও থেকো না আর।
রাত্রি তিনটের সময়
অন্ধকারকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাই
যেখানে আরো ভয়াল মেঘের রক্ত রোশনাই।

অভিমান নয়।
নিজেকে বরবাদ করে দেখতেই হবে
স্রোতেতে ভাসমান শত ছিন্ন ডোরহীন ফুলেদের
আছে কিনা কোনো পরিচয়।

কানে
সমুদ্র গর্জনের তালা লাগিয়ে
মনোবেগে হেঁটে যাব কংকাল পায়ে
কিনারে কিনারে..........
পারাপার নেই জানি,
তবু আমি চড়ব গিয়ে সত্যকার প্রান্ত রেখার
অশেষ মিনারে।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী দাগুক কামান

আমিও প্রস্তুত। কেটে যাক, ছিঁড়ে যাক, রক্ত পড়ুক

ভাঙা যত শামুকে ঝিনুকে............

চৌকাটে দাঁড়িয়েই

অনিদ্র বকের চোখের দিগন্ত জ্বালায়

পুড়িয়ে মারব সব। না হয় নিজেই মরব

অফুরান সৃষ্টির সুখে।

দেখি থামে কিনা

তোমার স্বপ্নে—আনাগোনা।

চিল্কা

ত্রিভুবন জুড়ে শুধু অসংখ্য খাঁচা।
সে খাঁচায় ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বন্দী হয়
প্রাণী সব—স্রোতের স্যাওলা। সবাই কর্তব্য করে—
প্রাণপণে টিঁয়াদের পড়ায় অভীষ্ট বুলি।
খেতে দ্যায় কাল্পনিক তুলতুলে রাঙা ঠোঁটের
বারমাস্যা চুমা।
তারাও চোখ বুজে পড়ে। কেন পড়বে না?
হোলি খেলা বই তো নয়! ছোট্ট ষ্টেশণে অবশ্য
থামে না ডাকগাড়ী।
তাতেই বা কী?

মিথ্যাকে সত্য করে বলাও ধর্ম।
কল্পনায় মুমুর্ষু হয়ে প্রতিদিন বাঁচতে হয়;
আকশেকে, সমুদ্রকে এবং প্রত্যেক দিগন্তকে
বলতেই হবে স্বচ্ছ নীল।
এ কোন ভণ্ডামি বা চোরাবালি নয়—
সমুদ্রেরই অংশ চিল্কা হ্রদ।

মতান্তরে

চোখা চোখা ইস্পাতের নির্লজ্জ বিশেষনে
ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা গদ্য-কবিতায়
দীর্ঘতম যত্নে রাখা প্রেমপত্র রাশি, আষাঢ়ের জয়ন্তীতেই
সমুদ্রে দিয়েছি। সতী হোল কুলটার প্রতিমূর্ত্তি।
বাক্য স্ফূর্ত্তি করেনি সে, ফেলেনিকো চোখ থেকে
একটুও চুনী-রঙা মোহমুগ্ধ মিনতির জল।
তাই নয় শুধু—ধূ ধূ গোবি প্রান্তরের বুকে
আঁখোরের শেষ ছাইগুলো কবর দিয়েছি।
এবার আতপ্ত ছায়াহীন উড়ুক বাতাস—আর
নিশ্চিন্ত সমাজে বসে তানপুরা নিয়ে
দীপকের ঠাটে গান গাই।
ঠিকানা বদল করে পত্র-সাহিত্য কত, হয়তো কখনো
মাসিকের দ্বারে দ্বারে জটিল ভিক্ষা প্রাপ্তি, কিম্বা
ঠোঁট-রাঙা কোন এক আধুনিক কাব্য-সংকলনে
দেখা চলে ফিঙের লড়াই।
এ সব ভব্য কথা তুলে রাখ মহাজন—শুনে হাসি পায়।

ভুলতে পারি না তবু শুষ্ক পত্রে লেখা সকরুণ
মর্মর মরু-আবেদন, দীর্ঘ অন্তরীনবাসী পাঁকের বুদ্বুদ
ঠেলে ওঠে অজীর্ণ উদ্গারের মত। ছিল বৈকি সম্ভাবনা
গাড়ী বাড়ী শাড়ী দিয়ে ময়ূরের পেখম মেলার।

এমন কতই আছে বুক-শোষা রক্তরাঙা বোঁধের রোশনাই—
পাত্র হতে একই সুরা পাত্রান্তরে ঢালা, মতান্তরে মাধবী মিলন।
পরিণীত অট্টহাস পরিমিত ফুলঝুরি কাটে, তুষানল যাতনার—
কাম হ'তে প্রণয়ের মন্থর বিকাশ, প্রশস্ত রাস্তায় হাঁটে
হাত ধরাধরি করে, পায়ের অলক্তক, সীমন্তের সভ্য সিন্দুর—
তারাও বেঁধেছে নীড় বিশ্বস্ত বটের কোটরে।
এখন তাদেরই ভিড় বাসে ট্রামে ট্রেণেও মোটরে।

শেফালির শ্রেণী নেই। প্রেমের পাত্র মাত্র
গৈরিক মাটি ও আকাশ।

ছেড়ে দাও

সমাপ্ত ঢাকার পতন। নিষ্প্রদীপ শেষ !
স্বাধীন বাংলা দেশ।
সুতরাং তুলে নিয়ে ইতিহাসের সরু গ্যাংওয়ে
ছেড়ে দাও অবরুদ্ধ বিদেশী জাহাজ
বন্দরের সুখস্পর্শ উষ্ণ বুক থেকে।
মুছে ফেল পুরাতন আঁধারের
নিস্তব্ধ চুমার আওয়াজ।
বকেয়া হিসাব সব মিটিয়ে ফেলতে হবে একে একে—
নচেৎ কী করে যাবে দিগন্তের দিকে
বৃহৎ নোঙর ফেলে অগভীর জলে ?

জানি, ওদেশে তোমার ছিল
প্রচুর মাছ, দুধ, খেত খামার ও
সুবৃহৎ ধানের মরাই।
কিন্তু এখন এসব বলে কী লাভ ?
পিছনে তাকালেই
হাতছানি দেবে সেই অমোঘ তরল চোখের
সর্বনাশা রাতের সরাই।

পার্কার বা অতি সস্তার
যে-কোনো কলম দিয়ে লিখি না কবিতা—
অনন্ত যৌবনা যদি সর্বাঙ্গীন অন্ধকার ঘিরে
সর্বাঙ্গের অন্তরালে নৃত্য সুরু করে,

তা হলে আবার সেই একটানা ঢেউ-ভাঙা চাঁদিনী রাতের
জীর্ণ রূপকথা !
সূর্যমুখীর বুকের রঞ্জন-রশ্মি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সমুখে দুস্তর সিন্ধু, পিছনে শয়তান !
যত দৃঢ় আলিংগন তত ব্যবধান !
সুধাময়ী অনামী গো,
বল তো কোথায় যাবে গৃহহারা গৈরিক শরণার্থীরা !
ধরে রেখে ধীরে ধীরে ধীর শান্ত-রসে
ছেড়ে দাও তাদের এবার !
মুজিবকে বন্দী করে কোন্ কারাগার ?

গোলাপ কাঁটা

মন মানে বটে খুসী-খুসী মনে
যুক্তি কিন্তু মানে না সে সব কথা—
সর্বদা তাই বুকে বিঁধে আছে
গোলাপ কাঁটা।

যত দূরে যাই
তত সুঘ্রান পাই।
খোঁপায় জড়ানো ভোরের ঝরাণো ফুল
একে একে ফুটে ওঠে—
বুকে রেখে তবু তৃপ্তি পাই না মোটে।

যত অকারণ অভিমান ছিল জমা
অনুলোম প্রতিলোম—
মুছে ফেলে দিছি কবে!
তবু ঈপ্সিত নুপূর বাজে না
সকল মহোৎসবে!

একমুখী এক খরতর নদী
শতবার চাই আজ,
চাই না বারেকও জোয়ার ভাঁটা।
কিছুতে সে-কথা বোঝে না মনের
মোমগলা মমতাজ—
করে না তো ক্ষমা কখনো গোলাপ-কাঁটা।

নেতি, নেতি

ওঠে না সূর্য চাঁদ
স্ফুট নয় কোনো গ্রহ তারা।
আত্মজা প্রিয়াকে তবে খুঁজছ কোথায়
হয়ে আত্মহারা ?

একটিও ফোটে না ফুল
নদী নেই—কোথায় দু কূল ?
মনে হয়—কাজেও অকাজে
কোথায় বাঁশী যেন বাজে,
অহরহ কার স্মৃতি ধায় পিছে পিছে—
সব কিন্তু মিছে।

তুমি আমি বলে কেউ নেই
সর্বকালে একাকীই আছি—
এই টুকু জানলেই
কবিতার জগতেও নিরাপদে বাঁচি

কচ ও দেবযানী

প্রতি রাত্রির অন্ধকারে
কেন আমায় নিয়ে যাও ঘরের বাহিরে
অভিসারে কাজ নেই
রাত জেগে বিছানায় শুয়ে
আর আমি হাঁটতে পারি না !

সমুদ্রের পথ ভাল জানি
রাতের লজ্জায় তাই বড় ভয় মানি
ভাল লাগে নির্জন আঁধার
করি না তা' অস্বীকার।

তাই বলে নিত্য জোয়ার ভাঁটা
নিরুদ্দেশ একই পথে অবিরাম হাঁটা
পুনরায় প্রত্যূষে তস্করের মত
রিক্ত হাতে নীড়ে ফিরে আসা—
এ কেমন ভালবাসা ?

রাত্রিতে যা কিছু পাই
দিনেতে হারাই।

নিছক স্বপ্নে পাই অস্তিত্ব বিহীন
আমি কি এতই হীন, এতই নির্বোধ !
আমায় ঘুমাতে দাও, স্বপ্নচারিনী
অভিসার, প্রতিকার, অভিমান, অভিযান—
সব ঋণ হয়ে যাবে শোধ।

তুমি তো রয়েছ কাছে কোন এক রূপে
সদা সর্ব্বদাই ।
স্বপ্নের বেসাতি করে স্বপ্নই পাই ।
রাত্রির আঁধারে আর বাদলের দিনে
আমায় ঘুমাতে দাও এই অবেলায়
শান্ত হ্রদে ভাসমান ক্ষুদ্র ভেলায় ।

স্বনির্ব্বাচিত

জঞ্জাল স্তূপাকার। অবশ্য তা' থেকে
বেছে নেয়া যায় কিছু মনি বা মুনিকে
কিন্তু কী প্রয়েজন
"ডেট" দিতে ইয়াংকী মেয়েকে
অনিবার্যের পিছনেতে অবিরাম ছুটে
বন্য খরগোশ শিকার।

নাম জপ্ অনেক করেছি,
ভাঙাভাঙা ঝিনুকের লোনা জলে–ভেজা অনুভব—
মৎস্যকন্যার গন্ধ পেয়েছিও কিছু।
তবে কেন চিরকাল ডাল ভেঙে ফুল ছিঁড়ে
প্রতিশোধ, প্রতিকার।

অতএব বাজুক না শাঁখ ঘণ্টা মঠে মন্দিরে।
হাতঘড়ি পাশে নিয়ে প্রত্যেক প্রহর গুণি
রিক্ত রাতের শয্যায়।
জানি আমি মহাবীর নই—
রাম সীতা দেখাতে হবে না বুক চিরে।
কার কাছে কিসের তবে জবাবদিহি ?

পাঠাগারে, কারাগারে,
এমন কি দেবস্থাণের যেখানে সেখানে
জঞ্জাল স্তূপাকার। তাই থেকে বেছে আমি
নিয়েছি এ জনমের মত
প্রিয়া এক অক্ষত।

মশারির মাধ্যমে

দিনরাত মশারিতে ঢাকা থাকি
শুধু কি দংশন-ভয়ে ? মনেও কোরো না।
সুদূর ইতিহাসের বর্গীর হাঙ্গামা
ভুলে গেছি নাকি ?
ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যখন স্বদেশ ঘেরাও করে
মশকের অনুগামী দল—
মশারির ঘরে বসে তখন তাদেরই করি কুশল প্রার্থনা।

মশারির মাধ্যমে অগনিত দেয়ালের ছবি—
এবং যেহেতু কবি
দেখে প্যাই অপূর্ব আস্বাদ
ঘসা-কাঁচের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে
পৃথিবীকে দেখার আহ্লাদ।

ঘন ঝাউ-বীথির আড়ালে
উঁকি দ্যায় কোন্ তিথির চাঁদ,
দিগন্তের পরিধিতে সমুদ্র কেন ধরে আকাশের হাত—
কে ভাবে তখন ?
আমিই সৃষ্টি করি চৌদ্দ ভুবন।

মশারি তোমার অরি নয়।
মশারির অন্তরে ছিলে, এখন বাহিরে

আরো জমাঠ হোক নির্জন তীব্র অন্ধকার
তখন ম্যাজিক দেখো—মশারিও থাকবে না
ওয়ারিশহীন সব যৌথ কারবার !

এখন তাই মনে হয়
রেসকোর্সে কতটুকু হবে পরিচয় !
হাত পা গুটিযে নাও চোখ কান বুজে,
কী হবে দিনরাত বুনো হাঁস খুঁজে ?

দেয়ালের কান কাছে
অন্ধ নাকি জানলা, দোর, কড়িকাঠ ?
প্রত্যহ মনে মনে যত কিছু আঁকো আঁকিবুঁকি—
খেলা করে খোকা খুকী,
মশারির চোখে সব ঠুঁটো জগন্নাথ ।

মাটি থেকে

মাটি থেকে স্বানন্দ লীলায়
সুধারস স্বতঃই চুয়ায়—
অদৃশ্য বাষ্পাকারে পরিব্যাপ্ত
সর্বাংগের শাখাপ্রশাখায়—
তাই এত ভালবাসা তোমায় আমায়।

মাটি থেকে গড়া
সুখ দুঃখ আলোছায়া
সুবেশা, দিগম্বরা—
কালানলে পুড়ে পুড়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য ছাই—
সে আমার মহাপ্রিয়া
তার উপরে কেউ নাই।